বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, নভেম্বর ২৬, ২০০২

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১২ই অগ্রহায়ণ ১৪০৯/২৬শে নভেম্বর ২০০২

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১২ই অগ্রহায়ণ, ১৪০৯ (২৬শে নভেম্বর, ২০০২) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০০২ সনের ২৫নং আইন

পুলিশ ষ্টাফ কলেজ স্থাপনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু পুলিশ কর্মবিভাগ নিযুক্ত ব্যক্তিগণ ও কতিপয় অন্যান্য পেশাজীবীর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন;

এবং যেহেতু উক্তরূপ প্রশিক্ষণের আয়োজন ও পরিচালনার জন্য পুলিশ ষ্টাফ কলেজ স্থাপন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই আইন পুলিশ ষ্টাফ কলেজ আইন, ২০০২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ৩.০০

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই আইনে—

(ক) 'পুলিশ ষ্টাফ কলেজ' অর্থ এই আইনের ধারা ৩ এর অধীন স্থাপিত পুলিশ ষ্টাফ কলেজ;

(খ) 'চেয়ারম্যান' অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(গ) 'তহবিল' অর্থ পুলিশ ষ্টাফ কলেজ তহবিল;

(ঘ) 'প্রবিধান' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ঙ) 'বিধি' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(চ) 'বোর্ড' অর্থ পুলিশ ষ্টাফ কলেজের পরিচালনা বোর্ড;

(ছ) 'রেক্টর' অর্থ পুলিশ ষ্টাফ কলেজের রেক্টর;

(জ) 'সদস্য' অর্থ বোর্ডের সদস্য।

৩। **পুলিশ ষ্টাফ কলেজ প্রতিষ্ঠা।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে পুলিশ ষ্টাফ লেজ নামে একটি কলেজ থাকিবে।

(২) পুলিশ ষ্টাফ কলেজ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার এবং হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে; এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **পুলিশ ষ্টাফ কলেজের দায়িত্ব ও কার্যাবলী।**—এই আইন ও বিধির বিধান সাপেক্ষে পুলিশ ফ কলেজের দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) পুলিশ কর্ম বিভাগের সহকারী পুলিশ সুপার ও তদুর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;

(খ) পুলিশ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন ও পরিচালনা করা;

(গ) প্রশিক্ষণের বিষয় ও পাঠ্যক্রম নির্ধারণ;

(ঘ) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা ও ডিগ্রী ইত্যাদি প্রদান;

(ঙ) পুলিশ ষ্টাফ কলেজে লাইব্রেরী স্থাপন ও পরিচালনা;

(চ) প্রশিক্ষণ ও পাঠ্যক্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং আইন-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা এবং উক্তরূপ গবেষণালব্ধ তথ্যাদি প্রকাশকরণ;

(ছ) দফা (চ) এ উল্লিখিত বিষয়ে পুস্তক, সাময়িকী ও প্রতিবেদন প্রকাশনা;

(জ) সরকার কর্তৃক নির্দেশিত অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন;

(ঝ) এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন; এবং

(ঞ) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতি সাপেক্ষে উপযুক্ত বিদেশী নাগরিকগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

৫। **পুলিশ ষ্টাফ কলেজের পরিচালনা ও প্রশাসন**।—(১) পুলিশ ষ্টাফ কলেজের পরিচালনা ও প্রশাসন একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং পুলিশ ষ্টাফ কলেজ যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে পরিচালনা বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) পরিচালনা বোর্ড ইহার ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে, সরকার কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশ অনুসরণ করিবে।

৬। **পরিচালনা বোর্ডের গঠন**।—পরিচালনা বোর্ড নিম্নবর্ণিত সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, যদি থাকে, যিনি ইহার ভাইস-চেয়ারম্যানও হইবেন;

(গ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব, যিনি ইহার ভাইস-চেয়ানম্যানও হইবেন;

(ঘ) সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিব বা তৎকর্তৃক মনোনীত অতিরিক্ত সচিবের নিম্নে নহেন এমন একজন কর্মকর্তা;

(ঙ) অর্থ বিভাগের সচিব বা তৎকর্তৃক মনোনীত অতিরিক্ত সচিবের নিম্নে নহেন এমন একজন কর্মকর্তা;

(চ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বা তৎকর্তৃক মনোনীত অতিরিক্ত সচিবের নিম্নে নহেন এমন একজন কর্মকর্তা;

(ছ) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব বা তৎকর্তৃক মনোনীত অতিরিক্ত সচিবের নিম্নে নহেন এমন একজন কর্মকর্তা;

(জ) ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ;

(ঝ) রেক্টর, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র;

(ঞ) কমান্ড্যান্ট, ডিফেন্স সার্ভিসেস কমাণ্ড এণ্ড ষ্টাফ কলেজ;

(ট) সরকার কর্তৃক মনোনীত স্বীকৃত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাচার্য;

(ঠ) মন্ত্রিপরিষদ সচিব কর্তৃক মনোনীত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিবের নিম্নে নহেন এমন একজন কর্মকর্তা;

(ড) রেক্টর, যিনি ইহার সচিবও হইবেন।

৭। বোর্ডের সভা।—(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ড কর্তৃক উহার সভার কার্য পদ্ধতি নির্ধারিত হইবে।

(২) বোর্ডের সভা উহার চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি তিন মাসে বোর্ডের অন্তত একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) বোর্ডের সভায় কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজনীয় হইবে, তবে মূলতবী সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৪) চেয়ারম্যান বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে প্রথম ভাইস-চেয়ারম্যান এবং প্রথম ভাইস-চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে দ্বিতীয় ভাইস-চেয়ারম্যান সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) বোর্ডের প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী সদস্যের দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) শুধুমাত্র কোন সদস্যপদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৮। রেক্টর।—(১) পুলিশ ষ্টাফ কলেজের একজন রেক্টর থাকিবেন।

(২) সরকার কর্তৃক পুলিশ কর্ম বিভাগের অতিরিক্ত মহা-পুলিশ পরিদর্শক বা তদুর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তা বা অসাধারণ মানের যোগ্যতাসম্পন্ন সমপদমর্যাদার অন্যান্য কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে রেক্টর নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহার চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক স্থিরকৃত হইবে।

(৩) রেক্টর এর পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে রেক্টর তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত রেক্টর কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা রেক্টর পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত ভাইস-রেক্টর, রেক্টর হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) রেক্টর পুলিশ ষ্টাফ কালেজের সার্বক্ষণিক মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি—

(ক) বোর্ডের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন;

(খ) পুলিশ ষ্টাফ কলেজের প্রশাসন পরিচালনা করিবেন;

(গ) বোর্ডের নির্দেশ এবং বোর্ড প্রদত্ত ক্ষমতা মোতাবেক পুলিশ ষ্টাফ কলেজের অন্যান্য কার্য সম্পাদন করিবেন।

(৫) এই ধারার অধীন সরকার কর্তৃক রেক্টর নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান পুলিশ ষ্টাফ কলেজের কমান্ড্যান্ট রেক্টর হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

৯। **পুলিশ ষ্টাফ কলেজের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী।**—(১) পুলিশ ষ্টাফ কলেজে ভাইস রেক্টর এবং বিধিতে বর্ণিত অন্যান্য কর্মকর্তা থাকিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত কর্মকর্তাগণের চাকুরীর শর্তাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) পুলিশ ষ্টাফ কলেজ উহার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১০। **তহবিল।**—(১) পুলিশ ষ্টাফ কলেজ তহবিল নামে পুলিশ ষ্টাফ কলেজের একটি তহবিল থাকিবে এবং উক্ত তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা ঃ—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(গ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে গৃহীত ঋণ;

(ঘ) পুলিশ ষ্টাফ কলেজের সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ; এবং

(ঙ) অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কোন তফসিলী ব্যাংকে তহবিলের অর্থ জমা রাখা হইবে এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিলের অর্থ ব্যয় করা যাইবে।

(৩) এই তহবিল হইতে পুলিশ ষ্টাফ কলেজের প্রয়োজনীয় ব্যয় এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য তহবিলের অর্থ ব্যয় করা যাইবে।

(৪) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে তহবিলের অর্থ অন্য যে কোন খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে।

১১। **ক্ষমতা অর্পণ।**—বোর্ড এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের অধীনে ইহার কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব লিখিত আদেশ দ্বারা ইহার চেয়ারম্যান বা ভাইস-চেয়ারম্যান বা অন্য কোন সদস্য বা রেক্টর বা পুলিশ ষ্টাফ কলেজের অন্য কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

১২। **বাজেট।**—পুলিশ ষ্টাফ কলেজ প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ-বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত-বৎসরে সরকারের নিকট হইতে পুলিশ ষ্টাফ কলেজের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন উহার উল্লেখ থাকিবে।

১৩। **হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।**—(১) পুলিশ ষ্টাফ কলেজ প্রচলিত আইন অনুসরণক্রমে যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক, অতঃপর মহাহিসাব নিরীক্ষক বলিয়া উল্লিখিত, প্রতি বৎসর পুলিশ ষ্টাফ কলেজের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও পুলিশ ষ্টাফ কলেজের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি পুলিশ ষ্টাফ কলেজের সকল রেকর্ড, দলিল দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং পুলিশ ষ্টাফ কলেজের যে কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

১৪। **চুক্তি।**— পুলিশ ষ্টাফ কলেজ উহার কার্যাবলী সম্পাদনের প্রয়োজনে অন্য কোন ব্যক্তি বা সংস্থার সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন বিদেশী সরকার বা আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

১৫। **প্রতিবেদন।**—(১) প্রতি অর্থ-বৎসর শেষ হইবার পর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুলিশ ষ্টাফ কলেজ উক্ত বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনবোধে, পুলিশ ষ্টাফ কলেজের নিকট হইতে যে কোন সময় উহার কার্যাবলীর উপর প্রতিবেদন বা বিবরণী আহ্বান করিতে পারিবে এবং পুলিশ ষ্টাফ কলেজ উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৬। **সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্মের হেফাজত।**—এই আইন, বিধি বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য বোর্ড, চেয়ারম্যান, সদস্য, রেক্টর, বা পুলিশ ষ্টাফ কলেজের অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন প্রকার আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

১৭। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৮। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।**—বোর্ড এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে কলেজ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা কোন বিধির সহিত অসংগতিপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৯। বিশেষ বিধান।—(১) এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান পুলিশ ষ্টাফ কলেজের—

(ক) সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি এবং নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত পুলিশ ষ্টাফ কলেজের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত সম্পত্তি ও অর্থ পুলিশ ষ্টাফ কলেজের সম্পত্তি ও অর্থ হইবে;

(খ) সাংগঠনিক কাঠামোর আওতাভুক্ত সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত পুলিশ ষ্টাফ কলেজের পদ বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) সকল ঋণ, দায়-দায়িত্ব, উন্নয়ন প্রকল্প, যদি থাকে, এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত পুলিশ ষ্টাফ কলেজের ঋণ, দায়-দায়িত্ব এবং প্রকল্প হইবে; এবং

(ঘ) দায়েরকৃত সকল মামলা মোকদ্দমা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত পুলিশ ষ্টাফ কলেজ কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা মোকদ্দমা বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান পুলিশ ষ্টাফ কলেজে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী সরকার কর্তৃক প্রত্যাহৃত না হওয়া পর্যন্ত এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত পুলিশ ষ্টাফ কলেজের বদলীকৃত কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন।

কাজী রকিবউদ্দীন আহমদ
সচিব।

আবদুল মালেক, উপ-নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।